সংবাদ

তারিখ ... 3 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

কাঁঠালিয়া শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে মহাপরিচালককে চিঠি

প্রতিনিধি, ঝালকাঠি

কাঁঠালিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষাকর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) নুরুল হক মোল্লার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, পাঠ্য বইয়ে না থাকলেও প্রশ্নপত্রে পাকিস্তান প্রসঙ্গ উল্লেখ, উৎকোচের বিনিময়ে কিছু শিক্ষকদের সুবিধা প্রদানসহ ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক বরাবরে উপজেলার শতাধিক প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকরা স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ অভিযোগ করা হয়।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ২০১২ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় পাকিস্তানকে প্রধান্য দিয়ে শিক্ষা কর্মকর্তা ইংরেজি প্রশ্নপত্র করেন। পাঠ্য বইয়ে পাকিস্তানের ওপর কোন লেখা বা প্রসঙ্গ নেই। কিন্তু তিনি প্রশ্নপত্রের ৭টি স্থানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে পাকিস্তান উল্লেখ করেন। এনিয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

২০১০ সালে জাতীর জনক বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের সিডি সরবরাহের জন্য সরকারি বরাদ্দ উত্তোলন করেন শিক্ষা কর্মকর্তা নুরুল হক। তা সত্ত্বেও প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে বাড়তি ৪০ টাকা আদায় করিয়ে ৬ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন তিনি। ২০১১-১২ অর্থ বছরে তার পিএস হিসেবে পরিচিত সহকারী শিক্ষক বজলুর রহমানের নামে হাজার হাজার টাকা ভ্রমণভাতা উঠিয়ে আত্মসাৎ করেন।

মাহমুদা মুক্তা সহকারী শিক্ষিকা পদে বিএসসি অধ্যয়নরত থাকাকালীন ২০১০ সালে কৈবালী দোগন্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। শিক্ষা কর্মকর্তাকে মাসিক মানোহারা দিয়ে মুক্তা বরিশাল বিএম কলেজে আবাসিক হোস্টেলে থেকে নিয়মিত ক্লাস করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি বিদ্যালয়ে না এলেও প্রধান শিক্ষক বিভাগ চন্দ্র শিক্ষা কর্মকর্তার নির্দেশে মুক্তার স্বাক্ষর করে বেতন উত্তোলন করেন।

শিক্ষা কর্মকর্তা কাঁঠালিয়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নুসরত জাহানকে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে আর্থিক সুবিধা দিচ্ছেন। এ শিক্ষিকাকে কর্মস্থলে না থাকা সত্ত্বেও মেডিকেল ছুটিতে থাকাকালীন নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদান করছেন।

মোটা অংকের বিনিময়ে প্রাথমিক শিক্ষা নীতিমালা লঙ্ঘন করে শিক্ষা কর্মকর্তা নুরুল হক মোল্লা ২০১০ সাল থেকে শিক্ষিকাকে নিয়মিত বেতন ও উৎসবভাতা প্রদান করছেন। এছাড়া শিক্ষা কর্মকর্তার সরকারি মোটরসাইকেলটি নিজ বাড়ি মঠবাড়িয়ায় তার ছেলে ব্যবহার করছে। তিনি শিক্ষকদের মোটরসাইকেলে স্কুল ভিজিট করেন। মহাপরিচালক বরাবরে আরও ১২টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উল্লেখ করা হয়।

এ ব্যাপারে সহকারী শিক্ষিকা মাহমুদা মুক্তা চাকরিতে যোগদান করে বিএম কলেজে ক্লাস করার কথা জানিয়ে ছুটি নিয়ে পরীক্ষা দেয়ার কথা স্বীকার করেন। অন্যদিকে কাঁঠালিয়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নুসরত জাহান মেডিকেল ছুটিতে থাকাকালীন নিয়মিত বেতন ভাতা উত্তোলনের ব্যাপারে কোন কথা বলতে রাজি হননি। তবে তার স্বামী কাঁঠালিয়া অ্যাকাউন্টস অফিস সহকারী শফিকুল ইসলাম এ বিষয়ে প্রতিবেদন না করার জন্য আর্থিক প্রস্তাব দেন।

এসব অভিযোগের বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা নুরুল হক মোল্লা জানান, বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সিডি সরবরাহের জন্য এটিও ফয়সালকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তাই তার বাড়তি টাকা নেয়ার সুযোগ নেই। আর প্রশ্নপত্রে পাকিস্তান উল্লেখের বিষয়টি কমিটির সিদ্ধান্ত।

অপরদিকে শিক্ষা কর্মকর্তার স্বাক্ষরেই শিক্ষিকা নুসরত জাহানকে চিকিৎসা ছুটিতে থাকাকালীন বেতন ভাতা দেয়া হলেও শিক্ষা কর্মকর্তা জানেন না বলে জানান। এ সময় তার কার্যালয়ের হিসাব সহকারী আলাউদ্দিন শিক্ষিকা নুসরত জাহানের বেতন নেয়ার কথা শিক্ষা কর্মকর্তার সামনেই স্বীকার করেন।